কুষ্টিয়ায় আটক ২১ জামায়াত কর্মী-সমর্থককে আদালতে প্রেরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় আটক জামায়াতে ইসলামীর ২১ জন কর্মী-সমর্থককে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর থানা হাজত থেকে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়। মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, আটক ২১ জনকে শনিবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মিরপুর উপজেলার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় মামলা হলে ২১ জনকে আটক করে পুলিশ।

গাংনীতে নৌকা ও ট্রাক-প্রতীকের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা

মেহেরপুর ২ আসন গাংনী উপজেলা শহরে প্রচারণা নিয়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে দু পক্ষের মধ্যে। নির্বাচনী আচরণবিধিমালা লংঘণ করে

নৌকার প্রচার করায় প্রতিবাদ জানায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের কর্মী সমর্থকরা। এই নিয়ে দু পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান নিলে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা যায়। উভয়পক্ষের মধ্যে বাক বিতন্ডতা ও মার মুখী অবস্থানের কারণে সেখানে জড়ো হতে থাকে ও দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরা। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির অভিযোগ, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম তার মাইক্রোবাসে নৌকা প্রতীকের ফেস্টুন নিয়ে প্রচারণা করছিলেন। প্রচার প্রচারণা বন্ধের সময় পেরিয়ে গেছে তাই বাধা দেওয়া হয়। এতে সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম আমাদের উপর আক্রমণ করে।

এদিকে সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছেন, তিনি একটি জানাজা নামাজে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। গাড়িতে যে ফেস্টুন বাধা ছিল তা স্মরণ ছিল না। শ্রমিকলীগ নেতা মনিসহ অন্যরা এসে বাধা দেয়। আমি বলেছি যে সরকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা এসে যা করার করবেন তোমরা বাধা দেয়ার কারা। এরে তারা আমার উপরে আক্রমণ করে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, দুপক্ষকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণ। যেকোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৈলকুপায় পুলিশের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের হয়রানির অভিযোগ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলালের কর্মী সমর্থকদের ভীতি তৈরি করতে পুলিশী হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসন থেকে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন নজরুল ইসলাম দুলাল। তার জনপ্রিয়তায় ঈশ্বার্ণিত হয়ে বিরোধী পক্ষের ইন্ধনে তার কর্মী সমর্থকদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে অভিযোগ করেছেন।

বুধবার বিকেলে শৈলকুপার শেখপাড়া এলাকা থেকে নজরুল ইসলাম দুলালের সমর্থক জাসেবকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জাসেব সাংবাদিকতার পাশাপাশি তার বাবার সারের ব্যবসা দেখাশোনা করেন।

সে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সর্মথক হওয়ায় তাকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আটক করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানায়।

সাংবাদিক জাসেবের আটকের বিষয় নিশ্চিত করে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঠাকুর দাস মন্ডল জানান, ভুলক্রমে জাসেবকে আনা হয়েছে। নিরিহ ব্যক্তিকে কেনো পুলিশী হয়রানি করা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন জানান, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেন কোন ভাবেই বিতর্কিত না হয় সেটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট তৎপর। তারপরও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুলিশের এহেন অতি উৎসাহী হওয়া দেশে উৎসবমুখর নির্বাচনের পরিবেশকে বাঁধাগ্রস্থ করবে। তাই অচিরেই নির্বাচন কমিশনকে অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানান তিনি।